eprothomalo.com
কাগজে যেমন ওয়েবেও তেমন

বৃহস্পতিবার আগস্ট১১ ২০১১

এশিয়াটিক সোসাইটির বক্তৃতায় আইনুন নিশাত

পানি বণ্টনের সুরাহা রাজনৈতিক পর্যায়ে হতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনুন নিশাত বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের পানি বণ্টনের মীমাংসা কারিগরি পর্যায়ে রাখা ঠিক হবে না, রাজনৈতিক পর্যায়ে হতে হবে। অতীতেও এ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই।

গতকাল বুধবার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের নির্ধারিত বক্তৃতায় এই বিশিষ্ট পানি-বিশেষজ্ঞ এ মন্তব্য করেন। 'ভারত-বাংলাদেশ পানি বণ্টন আলোচনায় অগ্রগতি: একটি সমীক্ষা' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি দুই প্রতিবেশী দেশের পানি বণ্টনের আলোচনা ১৯৪৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কীভাবে এগিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেন।

নিশাত বলেন, 'দীর্ঘ ১৮ বছর যৌথ নদী কমিশনে (জেআরসি) কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পানি বণ্টনের মীমাংসা যখনই কারিগরি পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তখনই তা এগোয়নি। যখনই দুই দেশ কোনো সমাধানে পৌঁছেছে, তা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হয়েছে। অথচ আমরা তা আমলে নিইনি। কাজেই আলোচনার প্রক্রিয়ায় কারিগরি বিষয় না বুঝলে যেমন ভুল হবে, তেমনি ভুল হবে শুধু কারিগরি লোকের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিলেও।'

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সইয়ের উদাহরণ টেনে আইনুন নিশাত বলেন, 'ভারতে লক্ষ করেছি, সে সময় প্রধান সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এ ধরনের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় না।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের পানি বণ্টনের আলোচনা বলতে আমরা শুধু নদীর পানির ভাগাভাগি বুঝি। কিন্তু ব্যাপারটা এই একটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত নয়। যখন পানি বণ্টনের সহযোগিতার কথা বলব, তখন ভূগর্ভস্থ পানি, পানির ব্যবস্থাপনা, বন্যা সতর্কীকরণের পূর্বাভাসসহ সব বিষয়ে সহযোগিতার কথা আসবে।'

আইনুন নিশাত বলেন, 'ইদানীং শুনছি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় তিস্তা ও ফেনী নদীর পানি বণ্টনে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি সই হবে। এ নিয়ে আমি আশাবাদী নই। তার পরও ভালো হয় চুক্তি সই হলে। খুব খুশি হব অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটির ধারাবাহিকতা থাকলে।'

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তৃতা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা খানম। বক্তৃতার শুরুতে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য সাবেক প্রতিরক্ষাসচিব সালাহউদ্দিনের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।